দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত কমিশন চাই

সম্প্রতি শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সফরে এসে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলরসহ সিনিয়র শিক্ষক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও এখানে বিরাজিত নজীরবিহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়টি বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে। আঞ্চলিকতার বিষবাষ্পে ভরপুর অতীত প্রশাসনের দুর্নীতির কাহিনী এখানকার সকলের জানা। নিয়োগ, পদোন্নতি, আর্থিক সুযোগ সুবিধা, ইনক্রিমেন্ট প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম হয় ও প্রশাসনিক কাজকর্ম চরম অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। কিছুসংখ্যক লোভী নেতৃস্থানীয় কর্মচারী সাবেক ভিসিকে ঘেরাও করে আর্থিক সুযোগ সুবিধাসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা আদায় করে নিত। এছাড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ও ছাত্র ভর্তি নিয়ে সরকারী নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কোটা পদ্ধতির প্রবর্তন করে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি-যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে গায়ের জোরে ভর্তি করেছে। অবশ্য এসব কার্যকলাপ চালাতে গিয়ে স্থানীয় লোকদের সহায়তা গ্রহণের জন্য তাদের ছেলেমেয়েদেরকের অবৈধভাবে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। ভর্তি সংক্রান্ত প্রাসংগিক নথিটি দেখলে বিষয়টি পানির মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় কয়েক বছর ফেল করে এবং সিক বেডে পরীক্ষা দিয়ে জনৈক ছাত্র অন্য পরিচয় ভাঙ্গিয়ে ১৬৫০ টাকা স্কেলে একটি চাকরিতে এডহক নিয়োগ লাভ করে। ঐ পদে স্থায়ী না হয়েই এক বছরের মধ্যেই সে এক লাফে ২৮০০/ টাকা স্কেলে পদোন্নতি লাভ করে। এ ধরনের আরো অনেক নিয়োগ হয়েছে। এ নিয়ে বর্তমানে কথা উঠেছে। প্রশাসনের স্বার্থে লোক নিয়োগ করা হয়নি বরং ব্যক্তিস্বার্থে লোক নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

হিসাব বিভাগ বেতনভাতার ক্ষেত্রে অবৈধভাবে বাৎসরিক এক কোটি টাকার মত দিচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগীয় কিছু অসাধু শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী স্পট কোটেশন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকার কেমিক্যালের ব্যবসা করছে। এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করছে। একই জিনিস একাধিকবার খাতাপত্রে খরচ ও ক্রয় দেখাচ্ছে। এসব অপকর্ম করে একদল সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতকারী প্রশাসনের নাকের ডগার ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ কর্ম ব্যতিরেকে সারাদিন শুধু বিলের পেছনে একদল অসাধু শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারী দৌড়ে বেড়াচ্ছে এবং এদের সহায়তায় মাসলম্যান হিসেবে অর্থের বিনিময়ে আবির্ভূত হচ্ছে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় ছাত্র নামধারী একদল গুণ্ডা। এদের বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করলে প্রাণনাশের হুমকিসহ বাড়ীঘরে ভাঙচুরের ভয় থাকে। এ জন্য কেউ মুখ খুলে না।

অতএব, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

জোহরা হাসান ঝর্ণা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে মশার উপদ্রব

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি বিভাগে অনার্স ফাইনাল ও মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা চলছে এবং কোন কোন বিভাগের পরীক্ষা নিকটবর্তী। কিন্তু রাতের বেলা মশার উপদ্রবে আমাদের পড়ালেখায় ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে।

তাই ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'মশক নিধন অভিযান' শুরু করে মশা নামক শত্রুর কবল হতে আমাদের রক্ষা করুন এবং পড়ালেখার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন

সনজিৎ কুমার দত্ত (খোকন)
সম্মান পরীক্ষার্থী, হিসাব বিজ্ঞান,
৩৫৯/ই, জগন্নাথ হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১২ টাকার বই ৪০ টাকায় বিক্রির নেপথ্যে---

সম্প্রতি ১২ টাকা মূল্যের অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বই ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ফুলপুর উপজেলায়।

উল্লেখ্য, এই বৎসর (১৯৮৮) বি,এ (পাস) পরীক্ষায় 'বাংলা প্রশ্নপত্রে' যে 'বাংলাদেশের লোকশিল্প' নামে একটি রচনা ছিল। "লোকশিল্প" রচনা ও প্রশ্নপত্রের অন্যান্য রচনা পরীক্ষার্থীদের সাহায্যকারীরা কোন বইয়েই খুজে বের করতে না পেরে যখন একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে তখন ৮ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত 'আমাদের লোকশিল্প' নামে যে গল্পটি আছে তা সংগ্রহের হিড়িক পড়ে যায়। সংগে সংগেই ১১'৯৫ টাকা মূল্যের বই বিক্রি হতে থাকে ৪০ টাকায়। শেষ পর্যায়ে বাজারে ৮ম শ্রেণীর কোন বাংলা বই-ই ছিল না।

উল্লেখ্য, সদ্য প্রতিষ্ঠিত ফুলপুর পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের রয়েছে অবাধ সুযোগ। কলেজ কর্তৃপক্ষও সম্পূর্ণ উদাসীন।

মো: গাহবুব আলী মণ্ডল,
এম,এ (ইতিহাস) চূড়ান্ত পর্ব,
আ: মো: কলেজ, ময়মনসিংহ।